সমালোচনামূলকভাবে বলা যায়, বইটির সবচেয়ে বড় শক্তি তথ্যসংগ্রহ ও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ব্যবহার। তবে তুলনামূলক গণহত্যা তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক গবেষণার সঙ্গে সংলাপ এবং আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো যুক্ত হলে এর একাডেমিক গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারত। তবুও এই সীমাবদ্ধতা বইটির মৌলিক গুরুত্ব কমায় না।

সার্বিকভাবে, *সিলেটে গণহত্যা* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, গণহত্যা নথিবদ্ধকরণ এবং স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান। তাজুল মোহাম্মদের পরিশ্রমী গবেষণায় সিলেটের শহিদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রিয়াদ হোসেন

গণহত্যা জাদুঘর সংগ্রহ থেকে

শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরাজুদ্দীন হোসেনের পাঞ্জাবি ও পায়জামা

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শালিখা থানার শরুশুনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরাজউদ্দীন হোসেন। সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর বার্তা ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক। এ দেশের সংবাদপত্র জগতের অন্যতম পুরোধা ছিলেন তিনি। পাকিস্তান আমলে যে কয়জন সাংবাদিকের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি অধিকৃত ঢাকায় ইত্তেফাকে দুঃসাহসিক সম্পাদকীয় লেখেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা দেন এবং অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারের কাছে নিয়মিত প্রেরণ করেন। তিনি প্রবাসী সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের আমেরিকান কনস্যুলেটের গোপন প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছিলেন, যা পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বারবার প্রচারিত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠতে সাহায্য করে। যুদ্ধের সময় সিরাজুদ্দীন হোসেন *'ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়'* নামে একটি উপ-সম্পাদকীয় লেখেন যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যে দোষে শেখ মুজিবকে দোষী বলা হচ্ছে, পশ্চিমা রাজনীতিকরা সেই একই দোষে দুষ্ট। এ সময় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুখপাত্র *'দৈনিক সংগ্রাম'*-এ 'অতএব ঠগ বাছিও না' নামে একটি উপ সম্পাদকীয় লিখে তাঁকে পরোক্ষভাবে মৃত্যুর হুমকি দেয়। কিন্তু এসব হুমকি তাঁর কলমকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি এবং তাদের এদেশীয় দোসর আল বদর বাহিনির সদস্যরা তাঁকে তাঁর শান্তিনগর, চামেলীবাগের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়।

তারপর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরাজউদ্দীন হোসেন এর পোশাক (পাঞ্জাবি ও পায়জামা) জাদুঘরে প্রদান করেন শহিদ সন্তান ড. তৌহিদ রেজা নূর।

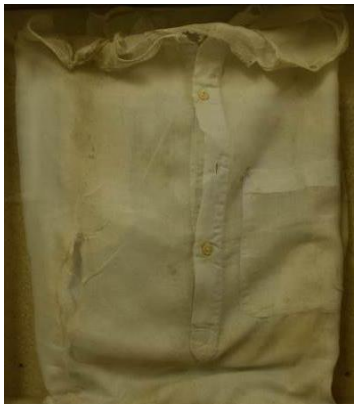

শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরাজুদ্দীন হোসেন এর পাঞ্জাবি ও পায়জামা

শহিদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বই

'আমি হলের দায়িত্ব ছেড়ে যাই কি করে? ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি চৌধুরীও ঢাকাতে নেই। তিনি নিজে অনুরোধ করে আমাকে ন'মাস আগে প্রভোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়েছেন। ছেলেরা সব আবার হলে ফিরে আসছে। আমি তাদের ছেড়ে যাব কি করে?' 'হলে কর্মচারিরা রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে, ওদের সর্বনাশ হলে আমি ফিরে এসে মুখ দেখাব কি করে?' হ্যাঁ তিনি ছেড়ে যান নি। তিনি সারা জীবন থাকবেন বাঙালির হৃদয় জুড়ে। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শহিদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। এ কারণেই অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার নাম যুক্ত হয় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকায়। নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও তিনি আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে কোথাও চলে যাননি। তিনি ভালোবাসতেন

তাঁর স্বদেশকে, মাতৃভূমির প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধও ছিল অপরিসীম এবং প্রিয় মাতৃভূমির জন্যই তিনি আপন প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি তাঁর কর্ম জীবনে লিখেছেন বই, লিখেছেন প্রবন্ধ। তাঁর একটি বই হলো *Classical Myths in the plays of Swinburne. Bridges, Sturge Moore and Eliot,* Posthumous Publication, Dhaka University। তাঁর এই বই এর একটি কপি আজ সংরক্ষিত হচ্ছে আর্কাইভ ও জাদুঘরে।

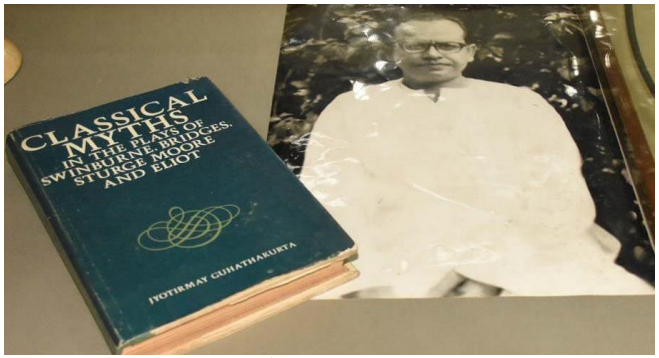

শহিদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বই *Classical Myths in the plays of Swinburne. Bridges, Sturge Moore and Eliot*

শহিদ মাধব চন্দ্র বৈরাগীর টাকা ও ধুতি

খুলনা শহরের বানরগাতীর বাসিন্দা মাধব চন্দ্র বৈরাগী। সকল কিছু নিয়ে ভালই যাচ্ছিলো তাঁর জীবন। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি তাঁর এই সুখের জীবনকে স্থায়ী হতে দেয়নি। ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানীদের হামলা শুরু হলেও মাধবচন্দ্র বৈরাগীরা ভেবেছিলেন তাদের কোন সমস্যা হবে না। অথচ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি এবং তাদের এদেশীয় দোসররা বেছে বেছে হিন্দুদের উপর হামলা চালানো শুরু করলে মাধব চন্দ্র বৈরাগী দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া মনস্থ করেন। সেই উপলক্ষে ১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনা থেকে সাতক্ষীরা হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য রওনা হন। পথিমধ্যে খুলনার বাদামতলা নামক স্থানে মে মাসের ১৯ তারিখে পৌঁছালে পাকিস্তানি হানাদাররা হামলা চালায় সেখানে। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে মাধব চন্দ্র বৈরাগীর মত আরও অনেক নিরীহ বাঙালিকে। শুরু হয় গুলি। শত শত মানুষ শহিদ হন

সেদিন। মাধব চন্দ্র বৈরাগী ছিলেন তাদের একজন। শহিদ হওয়ার সময় তাঁর পরনের পোশাক এমনকি পকেটে থাকা শেষ সম্বল কিছু টাকা সকল কিছু রক্তে রঞ্জিত হয়। তাঁর সেই রক্ত মাখা পোশাক(ধুতি) জাদুঘরকে প্রদান করেছেন শহিদের সন্তান এ্যাড. কিশোর কুমার বৈরাগী এবং টাকা প্রদান করেছেন শহিদের বড় পৌত্র সঞ্জয় বৈরাগী।

শহিদ মাধব চন্দ্র বৈরাগীর টাকা ও ধুতি

শহিদ সৌরভী গোলদারের পরনের শাড়ি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এর পর থেকেই খুলনায় চলে পাকিস্তানি হামলা। খুলনা শহরের প্রথম গণহত্যা হয় সাউথ সেন্ট্রাল রোডে। একই সঙ্গে খালিশপুর, দৌলতপুর প্রভৃতি এলাকায় পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণ শুরু হয়। এভাবে একের পর এক ঘটে চলা ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটার ফলে সাধারণ বাঙালিরা খুলনা শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকে। তেমনই একজন নিরীহ নিরপরাধ বাঙালি হলেন সৌরভী গোলদার। তাঁর পিতার নাম নুকুল হালদার। খুলনা শহরের বানরগাতীতে ছিলো তাঁর বসতি। ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে অন্য সকল শরণার্থীদের সাথে তিনিও দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য বের হন। কিন্তু খুলনা বাদামতলায় এসে ১৯ মে তাঁর যাত্রার সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তানি

হানাদাররা তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। শুরু হয় গুলি। শত শত মানুষ শহিদ হয় সেদিন। তিনিও ছিলেন তাদের একজন। শহিদ হওয়ার সময় তাঁর পরনের পোশাক রক্তে রঞ্জিত হয়। আজ সেই রক্তে রঞ্জিত পোশাক সংরক্ষিত রয়েছে আর্কাইভ ও জাদুঘরে। প্রদান করেছেন এ্যাড. কিশোর কুমার বৈরাগী।

শহিদ সৌরভী গোলদার এর পরনের শাড়ি

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত 'কবির মঞ্জিলের' ঐতিহসিক টেলিফোন সেট

খুলনার ২৩৫ নং খানজাহান আলী রোডের বাড়ীটির নাম 'কবির মঞ্জিল'। এটি খুলনা অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং মুক্তিযুদ্ধের ৮ ও ৯ নং সেক্টরের সহযোগী কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হুমায়ুন কবিরের বাড়ী। 'কবির মঞ্জিল' মুক্তিযুদ্ধের সময়ে খুলনায় মুজিব বাহিনি (বি.এল.এফ) এর প্রধান কার্যালয় ও মুক্তিবাহিনির অন্যতম ঘাটি ছিলো। যোগাযোগ প্রযুক্তির অপ্রতুলতার ঐ সময়ে '৪৯২৬' নম্বরের এই টেলিফোনটি ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় খবর নির্দেশনা ও কৌশল আদান-প্রদান করা হতো। বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: হুমায়ুন কবিরের সন্তান মো. সোহেল আক্তার এই টেলিফোন সেটটি জাদুঘরে প্রদান করেন।

রোকনুজ্জামান বাবুল